শৈশবে বুদ্ধিমত্তার বিকাশে খাদ্য নির্বাচন

২০০৭ সালে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' (British medical journal) এ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশের উপর একটি গবেষণালব্দ রচনা প্রকাশিত হয়। বিবিসি (BBC) উক্ত গবেষণার ফলাফলের সারাংশ প্রকাশিত করে এই বলে সমাপ্তি টানে যে *"শৈশবে বুদ্ধিমত্তার উচ্চমান হওয়া সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রাপ্ত বয়সে বা পরিণত বয়সে নিরামিষভোজী হওয়ার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার সাথে জড়িত"*।

নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র

বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় পশু মাংস ভক্ষনের নৈতিকতা নিয়ে বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যের জন্য পশু হত্যার অনুশীলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে পশু অধিকার, পরিবেশগত নীতি অথবা ধর্মীয় বাঁধা। ***অধিকাংশ নৈতিক নিরামিষভোজীরা মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্যের জন্য নরহত্যার বিরুদ্ধে যে কারণ রয়েছে ঠিক একই কারণ রয়েছে খাদ্যের জন্য পশু হত্যার বিরুদ্ধে।*** তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, পশুহত্যা করা একমাত্র চরম পরিস্থিতিতেই ন্যায়সংগত বলে বিবেচ্য হওয়া উচিৎ (যেমনটা মানব হত্যার ক্ষেত্রে হয়), কিন্তু খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু হওয়া, সহজলভ্যতা কিংবা পুষ্টিগতভাবে উন্নত মান হওয়া কোন পর্যাপ্ত যুক্তি হতে পারে না। তাছাড়া মানুষের পক্ষে পশু হত্যা করা সঠিক নয়, যেহেতু মানুষ তাদের আচরণ বা স্বভাবের দিক থেকে নৈতিকভাবে অনেক বেশী সচেতন, অন্যান্য প্রাণীরা যা নহে। কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য নিষ্ঠুরভাবে পশুকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু প্রদান করা কোন নৈতিক দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার Matthew Scully বলেছেন- "যদি যুক্তিগ্রাহীতা ও নৈতিকতার স্বভাব মানুষকে পশু হতে পৃথক করে, তবে সেই যুক্তিগ্রাহীতা এবং নৈতিকতাই মানুষকে পশুর প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করবে"।